দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 1-3 MAY 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ গতকাল ঢাকায় বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি'র ২য় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কৃতী গ্রাজুয়েটদেরকে স্বর্ণপদক প্রদান করেন

সাউথইস্ট ভার্সিটির ২য় সমাবর্তনে প্রেসিডেন্ট

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়তে এগিয়ে আসুন

বাসস ঃ প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে জ্ঞানের পথে নিজেদের নিয়োজিত করতে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, 'শিক্ষকদের ভূমিকা হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের সহজাত মূল্যবোধ ও চেতনা বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে তাদের সচেতনতার ধারণায় অনুপ্রাণিত করা। ছাত্র-ছাত্রীদের আরো মনে রাখতে হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে শিক্ষার বিশাল ক্ষেত্র যেখানে তারা জ্ঞানের সন্ধানে নিজেদের নিয়োজিত রাখবে।' প্রেসিডেন্ট গতকাল ঢাকায় শেরে বাংলা নগরে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছিলেন। শিক্ষা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বক্তৃতা করেন বিচারপতি মোস্তফা কামাল।

সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. এম শমসের আলী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রেজাউল করিম অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আমিনুল করিম, প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের সচিব মোঃ সিরাজুল ইসলাম ও প্রেস সচিব আবদুল আওয়াল হাওলাদার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন বলেন, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষালাভ করা হচ্ছে একটি দ্বিমুখী আদান-প্রদান ব্যবস্থা যেখানে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী উভয়ে তাদের জ্ঞান বিনিময় করে এবং একটি অনুকূল পরিবেশে পরস্পরকে সমৃদ্ধ করে। তিনি বলেন, তবে সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ ও পণ্ডিতদের সহায়তা ও নিষ্ঠা ছাড়া কার্যকরভাবে তা অর্জন করা যায় না। তিনি বলেন, 'কেউ নিজের মূল্যায়ন ও উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য প্রস্তুত ও ইচ্ছুক না হলে সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা কারো বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট হবে না।'